‘মতিলাল পাদরী’ / কমলকুমার মজুমদার

কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী এবং ব্যতিক্রমী শিল্পী। তাঁর স্বাতন্ত্র্য শুধু বিষয়-নির্বাচনেই নয়, বরং প্রকাশকৌশলের অভিনবত্বে। তাঁর ‘লালজুতো’ গল্পের থেকে ‘জলে’ গল্প—আত্মপ্রকাশের এক নবীন স্বর — লেখকের নিজস্বতার ভিন্নস্তরের উপলব্ধি দান করেছে পাঠককে। কমলকুমারের (জন্ম ১৯১৪) প্রথম গ্রন্থ ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে, গল্প-সংকলন ‘নিম অন্নপূর্ণা’, ১৯৬৩ সালে প্রকাশলাভ করে।

তাঁর ছোটোগল্পগুলোর মধ্যে ‘মতিলাল পাদরী’ অনন্য বিপন্ন-ক্লিষ্ট মানুষের আত্মসংকটের অমোঘ চিত্র। গল্পটি ১৩৫৮ ও ১৯৬৫ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে লেখা। মতিলাল গভীর বিশ্বাসের ভরসায় ‘মানুষ’ হতে নয়, প্রকৃত খ্রীস্টান বা ‘পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান’ হতে চেয়েছে। তার অন্তরের ~~[illegible]~~ চতুর্দিকে সে জড়িয়ে নিয়েছে খ্রীষ্টধর্মের পবিত্রতার এক মোড়ক, গল্পকার গল্পের আবহে তুলে ধরেছেন খ্রীষ্ট পবিত্রতার চিহ্নবাহী নানা প্রতীক; ‘ক্যালেন্ডারের ছবি’; ‘বাঁশের অন্তরবর্তী করা জানালা, ঘরে মেঝেয় বিস্তৃত এক কোণে-অনেক মাদুর জড়ানো, ... সম্মুখে পবিত্রতার ছবি,’ মতিলাল পাদরীই এই পবিত্রতার মূর্ত অবয়ব — কিন্তু মানুষের যাপিত জীবনের বড় অজানা অলিন্দে দুনিয়াদারির আঁচড় লাগে সাধারণ জীবনধর্মের লক্ষণে; মতিলাল যেগুলি উপেক্ষা করতে চায়, তার জীবন জুড়ে এক অসাধ্য-সাধনের চেষ্টাই চলতেই থাকে।

গল্পের শেষপর্যায়ে গল্পকার দেখান, মতিলালের পবিত্রতার উচ্চাশা, তার পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান হওয়ার স্বপ্ন মাটির কলসির মতোই ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। বরং পাদরী মতিলাল ‘সাধারণ মানুষ’ হয়ে ওঠে। ‘আমি আসলেই ক্রিশ্চান নই গো বাপ’ — ‘পাদরীর পোশাক ছেড়ে সাধারণ জীবনের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ফিরতে চেয়ে মতিলাল, ‘পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান’ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মতিলালের এ অবনমন আসলে মনুষ্যত্বের উত্তরণের কথা বলে, কমলকুমারের ইঙ্গিতবাহী ~~[illegible]~~ সমগ্র মতিলালের জীবনের রূপকথা, রূপকথার অভিজ্ঞতা নিয়ে পাঠকের হৃদয়ের দরজায় টোকা দিয়ে যায়।

[পূর্ণাঙ্গ গল্পটি পাঠ করতে কলেজ ~~[illegible]~~ গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাই॥]

OT ON REDMI 7